সাতদিন

১২ জুলাই : বিকল্প ধারার মহাসচিব মেজর (অবঃ) আবদুল মান্নানের দায়েরকৃত আদালত অবমাননার মামলায় হাইকোর্ট প্রধানমন্ত্রীর যুগ্ম সচিব কামাল সিদ্দিকী, স্বরাষ্ট্র সচিব ওমর ফারুক, প্রতিরক্ষা সচিব এহসানুল হক ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার ব্রিগেডিয়ার ইফতেখার ইলিয়াস রসুলকে ২৪ জুলাই আদালতে সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

সিরাজগঞ্জে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে ভাঙনের ফলে ১০টি গ্রামের বাড়িঘর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

মুন্সিগঞ্জে চাঞ্চল্যকর শিপন হত্যা মামলায় ৫ জনের ফাঁসি ও ৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ডের রায় ঘোষণা করা হয়েছে।

১৩ জুলাই : চট্টগ্রাম নগর উপকণ্ঠে হাটহাজারীর নজুমিয়া হাট ঘেরাও করে ডাকাতিকালে পুলিশ-ডাকাত বন্দুকযুদ্ধে ২ ব্যক্তি নিহত।

১৪ জুলাই : জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস দলিলের নতুন সংস্করণ বাতিলের আহ্বান জানিয়েছেন।

আওয়ামী লীগের সাংসদ আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলার অন্যতম সাক্ষী যুবলীগ টঙ্গী থানা শাখার নেতা সুমন আহমেদ আহমেদ র‍্যাবের ১ নম্বর টিমের হেফাজতে মারা গেছেন।

১৫ জুলাই : রাজধানীর মধুবাগস্থ মাতৃছায়া প্রি-ক্যাডেটের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র কিশোর মুহিত হত্যা মামলায় ৪ জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে।

১৬ জুলাই : জার্মানির পরাষ্ট্রমন্ত্রী জোসকা ফিশার দু'দিনের সরকারি সফরে ঢাকা এসে পৌঁছেছেন।

১৭ জুলাই : বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। বন্যায় কাঁঠালবাড়ী ফেরিঘাট ভেঙে যাওয়ায় শরীয়তপুর হয়ে রাজধানী ঢাকার সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

ঢাকা-১০ আসনের উপনির্বাচনের ফলাফল বাতিলের জন্য বিকল্প ধারার প্রার্থী মেজর (অবঃ) আবদুল মান্নানের নির্বাচন কমিশনে দাখিলকৃত আবেদনের ওপর শুনানি হাইকোর্ট ৩ মাসের জন্য স্থগিত করেছেন।

১৮ জুলাই : রাজধানীর কমলাপুরে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী গলাকাটা মজিবর রহমান নিহত হয়।

বন্যার ক্ষয়ক্ষতি আরও বাড়বে

গত কয়েকদিনের ভারী বর্ষণ ও উজান থেকে ধেয়ে আসা পানির কারণে বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে এবং সামনের সময়ে আরো অবনতি হবার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের সূত্র। এখন ঢাকার পূর্বাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চল পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহে বন্যার পানি দিন দিন বেড়ে চলছে। এ ছাড়া দেশের উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রবল বর্ষণ ও সীমান্তের ঢলে বন্যা পরিস্থিতি

আরো অবনতি ঘটতে পারে। ইতিমধ্যে দেশের ২৫টি জেলায় বন্যার পানি প্রবেশ করেছে। প্রতিদিন নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, শেরপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নওগাঁ, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলার অধিকাংশ এলাকা এখন কয়েক ফুট পানির নিচে। ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় প্রবল বর্ষণের কারণে দেশের মধ্যাঞ্চলেও বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর শহরে পানি প্রবেশ করেছে। ঢাকার নিম্নাঞ্চল তলিয়ে গেছে। নগররক্ষা বাঁধের কয়েক স্থানে ফাটল দেখা দেয়ায় শহরের বাসিন্দাদের মনে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রবল বর্ষণ অব্যাহত থাকায় সহসা বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটার কোনো সম্ভাবনা নেই। বরং দেশের অধিকাংশ নদ-নদীতে পানি বাড়ছে এবং ৮৬টি মনিটরিং স্টেশনের ২৬টি পয়েন্টে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র সাপ্তাহিক ২০০০কে জানিয়েছে, সীমান্তবর্তী আসাম, জলপাইগুড়ি, ত্রিপুরা, মেঘালয় প্রভৃতি এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হচ্ছে। ফলে দেশের কোথাও কোথাও বৃষ্টি কমলেও ভারত থেকে আসা পানি এবং পাহাড়ি ঢলের কারণে বাংলাদেশের বন্যা পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে। আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা যায়, সামনের দিনগুলোতে বর্ষার এ বর্ষণ অব্যাহত থাকবে। সীমান্তের দিকেও এ বর্ষণ হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

এবারও বন্যা স্বাভাবিকতার মাত্রা অতিক্রম করার সম্ভাবনার কথা বলছেন সংশ্লিষ্টরা। অবস্থা সে রকমই ইঙ্গিত দিচ্ছে। লাখ লাখ মানুষ এখন পানিবন্দি। প্রতিবারের মতো এবারও বানভাসি মানুষদের দিকে সরকারি নজর কম। উজানের পাহাড়ি ঢল ও অবিরাম বর্ষণের পর দেশে বন্যা দেখা দিতে যাচ্ছে, সবাই এমনটা অনুমান করতে পেরেছিলেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মহল বন্যা মোকাবেলায় কতটুকু সতর্ক ছিল বর্তমান পরিস্থিতিতে এই প্রশ্ন উঠেছে। কেননা বন্যা উপদ্রুত অধিকাংশ এলাকায় কি পরিমাণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা সরকার জানাতে পারেনি। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ কর্মকর্তাদের নিয়ে পর্যবেক্ষণ সভা করছেন। কিন্তু কার্যকর কিছু দেখা যাচ্ছে না বন্যা উপদ্রুত এলাকায়। বন্যায় আক্রান্ত মানুষজনও অভিযোগ করেছেন, তাদের হাতে ত্রাণ পৌঁছায়নি। এছাড়া ঢাকার পূর্বাঞ্চলে বন্যার পানি প্রবেশের পর পানিবাহিত পেটের রোগ দেখা দিয়েছে। সব মিলিয়ে বন্যা পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই।

অনারারি ক্যাপ্টেন ওহাব স্মরণসভা

বক্তব্য রাখছেন মেজর জেনারেল (অবঃ) আইনুদ্দিন

মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানি অনারারি ক্যাপ্টেন আবদুল ওহাব। বাংলাদেশের ইতিহাসে ওহাব নিজেই একজন কিংবদন্তি। কিছুদিন আগে ওহাব মৃত্যুবরণ করেন। সচেতন নাগরিকদের পক্ষ থেকে ১৭ জুলাই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মিলনায়তনে অনারারি ক্যাপ্টেন ওহাব বীর বিক্রমের ওপর একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী। অনুষ্ঠানে উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও ওহাবের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

'৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ওহাবের সহকর্মীদের অনেকেই পরবর্তীকালে সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। অবসরপ্রাপ্ত এসব কর্মকর্তার অনেকেই ওহাবের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

প্রথম আলোর উপ-সম্পাদক আনিসুল হক বর্ণনা দেন কিভাবে তার সঙ্গে অনারারি ক্যাপ্টেন ওহাবের পরিচয়। তারপর ওহাব যেসব এলাকায় যুদ্ধ করেছিলেন সেসব এলাকায় ঘোরার বিবরণ দেন। ওহাবকে নিয়ে তিনি একটি বই লেখার কথা ভেবেছিলেন, সে কাজটি এখন পর্যন্ত শুরু করতে না পারায় তার দুঃখবোধের কথাও জানান। মেজর জেনারেল (অবঃ) জামিলউদ দীন আহসান ওহাবের সঙ্গে আলাপের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'যখন আমি যুদ্ধে যাই তখন আমার বয়স মাত্র ২০ বছর।

ক্যাপ্টেন ওহাবের কাছেই আমার সৈনিক জীবনের হাতেখড়ি। তার মতো সৎ ও সাহসী যোদ্ধা এই জীবনে দেখিনি। আমি নিশ্চিত, জীবিত অবস্থায় যদি কাউকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি দেয়া হতো তার একমাত্র দাবিদার হতেন ওহাব।' সহকর্মী হিসেবে ওহাবের জন্য গর্ববোধ করেন এটা জানাতে ভুললেন না। ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) মতিন বলেন, ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে তার সঙ্গে আমার আলাপ। তিনি ছিলেন আমার ব্যাটম্যান। ওহাব ভালো ফুটবল খেলতেন এবং কম কথা বলতেন। পান খেতেন। মুক্তিযুদ্ধে ওহাব ছিলেন আমার রোল মডেল। মুক্তিযুদ্ধে এমন কোনো দিন নাই যেদিন ওহাবের বেঙ্গল যুদ্ধ করে নাই। শালনা নদীর যুদ্ধে ক্যাপ্টেন বুখারি মারা যায়। যে পাকিস্তানি বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল। ওহাবের বাহিনী এই যুদ্ধে সব পাকিস্তানিকে হত্যা করে। প্রচুর অস্ত্র রিকভার করে। তিনি যুদ্ধকালীন বিরোধী পক্ষের কাছ থেকে অস্ত্র, অর্থসহ যা পেতেন তার পাই টু পাই হিসাব দিতেন। তার মতো সৎ যোদ্ধা যদি ১০০ জন থাকে তবে পাকিস্তানিরা ক্যান্টনমেন্টে থাকতে বাধ্য হবে- এই কথাটা বলেছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন ঊর্ধ্বতন অফিসার। আমাদের দুর্ভাগ্য ওনাদের সম্মান দিতে পারিনি। তাকে নিয়ে, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। এসব লেখা সংকলন করে একটা মহাকাব্য রচনা করা যেতে পারে। আসুন আমরা মহাকাব্য রচনা করি।'

সাপ্তাহিক ২০০০-এর সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী তার বক্তৃতায় বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ এখন মধ্যবিত্তের বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ মুক্তিযুদ্ধ করেছে চাষার ছেলেরা। মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। ওহাবদের কীর্তি নিয়মিত প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে জনযুদ্ধের রূপ উন্মোচিত হবে।'

ওহাব স্মরণে আলোচনা সভায় স্মৃতিচারণ করেন মেলাঘর হাসপাতালের ডা. মেজর (অবঃ) আখতার আহমেদ, জেনারেল (অবঃ) আইনুদ্দিন, মেজর জেনারেল (অবঃ) আমিন আলী বীর বিক্রম ও শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার। ক্যাপ্টেন ওহাবের সন্তান তোফাজ্জেল হোসেন আলোচনা আয়োজনের জন্য সবার প্রতি ধন্যবাদ জানান। প্রকাশক রবিন আহসান ক্যাপ্টেন ওহাবের ওপর একটি বই প্রকাশের ঘোষণা দেন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের শুভ কিবরিয়া অনারারি ক্যাপ্টেন ওহাবের জীবন বৃত্তান্ত পড়ে শোনান। স্মরণসভায় আলোচকরা ওহাবের মতো যোদ্ধাদের বীরত্ব, ত্যাগের প্রতি গুরুত্ব দিতে বলেন। যাতে করে পরবর্তী প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে পারে।

বদলে যাচ্ছে কৃষ্ণগহ্বর তত্ত্ব

লিখেছেন **আহমাদ মোস্তফা কামাল**

প্রায় ৩০ বছর পর বদলে যেতে বসেছে কৃষ্ণগহ্বর (ব্ল্যাকহোল) তত্ত্ব। স্টিফেন হকিং এই তত্ত্বের অন্যতম জনক এখন নিজেই বলছেন তিনি ভুল করেছিলেন। তা ভুলটা কোথায়? এর আগে কি বলেছিলেন তিনি? বলেছিলেন কৃষ্ণগহ্বরের ভেতরে যা কিছু পতিত হয়, সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, অন্তত সেগুলো সম্বন্ধে আর কোনো তথ্য কোনো দিনই পাওয়ার আশা করা যায় না। এমনকি আলোও কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনাদিগন্তে (ইভেন্ট হরাইজন) এসে হারিয়ে যায়, বেরুতে পারে না। তাঁর ভাষায় (তাঁর *ব্রিফ হিস্টরি অব টাইম* গ্রন্থ থেকে)– 'আলো আর সেখান থেকে বেরুতে পারে না, আর আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে যেহেতু আলোর চেয়ে দ্রুতগামী আর কিছুই নেই, তাই অন্য কোনো কিছুরই সেখান থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব। অতএব, কৃষ্ণগহ্বর হলো স্থান-কালের এমন এক অঞ্চল এবং এটা এমন কিছু ঘটনা জমা করে রাখে, যেগুলো সম্বন্ধে দূরের কোনো পর্যবেক্ষক কোনো কিছুই জানতে পারেন না কোনো দিন।' হকিং এখন বলছেন– তাঁর এই ধারণা ভুল ছিলো। বলছেন– কৃষ্ণগহ্বর তার মধ্যে নিপতিত সব তথ্যই এক সময় উন্মুক্ত করে দেবে। তিনি অবশ্য এখনও তাঁর এই নতুন গবেষণার পেছনের যুক্তিগুলো বলেননি, ২১ জুলাই আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে অনুষ্ঠিতব্য ১৭তম *ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে অন জেনারেল রিলেটিভিটি অ্যান্ড গ্র্যাভিটেশন*–এ তিনি তাঁর নতুন আবিষ্কার নিয়ে কথা বলবেন। আর তাঁর এই আবিষ্কার ব্ল্যাকহোল সম্বন্ধে দীর্ঘকালের একটি প্যারাডক্সের অবসান ঘটাবে– যেটি সাধারণভাবে *ব্ল্যাকহোল ইনফরমেশন প্যারাডক্স* নামে পরিচিত। এই প্যারাডক্স তৈরি হয়েছিলো হকিং-এর আগের তত্ত্বেও কারণেই। তিনি বলেছিলেন, ব্ল্যাকহোল গঠন হওয়ার সময় নক্ষত্রগুলো শক্তি বিকিরণের মাধ্যমে ভর ত্যাগ করে। *হকিং বিকিরণ* নামে পরিচিত এই বিকিরণ থেকে ব্ল্যাকহোলের অভ্যন্তরের বস্তুরাজি সম্বন্ধে কোনো তথ্যই পাওয়া যায় না এবং ব্ল্যাকহোল গঠিত হওয়ার পর এ সমস্ত তথ্যই হারিয়ে যায়। কিন্তু তাঁর এই মত কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নিয়মগুলোর সঙ্গে দ্বন্দ্ব তৈরি করে। কারণ এই নিয়ম অনুযায়ী কোনো তথ্যই শেষ পর্যন্ত হারিয়ে যেতে পারে না, বড়জোর রূপান্তরিত হতে পারে। হকিং স্বীকার করছেন– তথ্যগুলো সত্যিই হারায় না, আমরা ব্ল্যাকহোলের ভেতরের খবরও জানতে পারবো। কিন্তু কিভাবে সেটা সম্ভব হবে তা ২১ জুলাই, হকিং-এর বক্তৃতার আগে আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

দলিল লেখক মোঃ আলী হত্যাকান্ড

পুলিশ পুলিশই থাকলো, ‘জীবন’ হতে পারলো না!

লিখেছেন **আহসান কবির**
খোন্দকার তানভীর জামিল

‘হাজী সোহরাব হোসেন। গত ১১ জুলাই রাতে তিনি জাফরাবাদের হোসেন সাহেবের গলিতে নিজ বাড়িতে যাচ্ছিলেন। রাত ১০টার খানিক পরে তার পথ আগলে দাঁড়ায় গলাকাটা মজিবর। মজিবর বলে, ‘মাসিক চান্দা ঠিক কইরা দিলাম, দিলেন না ক্যান?’ হাজী সাহেব চাঁদা দিতে অস্বীকার করেন। গলাকাটা মজিবর প্যান্টের পকেট থেকে পিস্তল বের করে গুলি করা শুরু করে। লুটিয়ে পড়েন রাস্তায় হাজী সাহেব ওরফে ভাঙ্গারি চাচা।’ জাফরাবাদে পুলিশি তান্ডবের শুরু আসলে সেখান থেকেই।

কথাগুলো বলে একটু দম নেন ভদ্রলোক। তিনি আগেই বলে নিয়েছেন তার নাম লেখা যাবে না। ‘স্বাধীনতার পর রায়েরবাজার পুলপাড়ে মিন্টু মিয়ার জায়গায় একটি দোকান নিয়ে টানা ১৫ বছর ভাঙ্গারির ব্যবসা করার সুবাদে হাজী সোহরাব এলাকায় ‘ভাঙ্গারি চাচা’ নামে পরিচিত। তার তিন ছেলে ইটালি যায় এরশাদ আমলে। এরপরই তিনি রায়েরবাজারে জমি কিনে ৪টি বাড়ি বানান। ভাঙ্গারির ব্যবসা ছেড়ে দেন। হাজী সাহেবের টাকা হয়েছে, শুধু এ কারণে গলাকাটা মজিবরের আক্রোশের শিকার হন তিনি। ৩ লাখ টাকা চেয়েছিল মজিবর।’

ভদ্রলোক আবারও থামেন। ‘পুলিশি তান্ডবের শুরুটা আসলে হাজী সাহেবের জানাজার পর থেকেই শুরু’ বলে ভদ্রলোক আবারও বলা শুরু করেন- ১২ জুলাই দুপুরে পুলপাড় মসজিদে ‘ভাঙ্গারি চাচা’র জানাজার সময় আবারও গলাকাটা মজিবর তার দলবল নিয়ে সেখানে হাজির হয়। সে একজন ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদা দাবি করে বলে, ‘টাকা না দিলে আগামীকাল তোর জানাজা পড়বে মানুষ।’ এ সময় সেখানে সিভিল ড্রেসে উপস্থিত ছিল স্থানীয় ফাঁড়ির ৩ পুলিশ কনস্টেবল। গলাকাটা মজিবরকে চিনতে পেরে তাকে জাপটে ধরেন কনস্টেবল আশরাফ। তখন সন্ত্রাসী নাককাটা মোস্তফা আশরাফের পায়ে গুলি করে। তিনি বাধ্য হন গলাকাটা মজিবরকে ছেড়ে দিতে। পরপরই গলাকাটা মজিবর, নাককাটা মোস্তফাসহ সঙ্গের সন্ত্রাসীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি করতে করতে পালিয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ ৩ পুলিশের মধ্যে কনস্টেবল অহিদুজ্জামান জীবন ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। একজন সৎ পুলিশ হিসেবে এলাকায় তার সুনাম ছিল। ক্রসফায়ারে পড়ে এ সময় কাজলসহ দুই টোকাই মারাত্মক আহত হয়।

এদিকে পুলিশের সঙ্গে সন্ত্রাসীদের বন্দুকযুদ্ধের খবর পেয়ে দ্রুতগতিতে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ কয়েক ব্যাটালিয়ন পুলিশ হাজির হয় রায়েরবাজারে। পুরো এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। প্রতিটি বাড়িতে সন্ত্রাসীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়। দলিল লেখক মোঃ আলীর বাড়িটি এর মধ্যে অন্যতম। তার বাসায় পুলিশ তল্লাশি চালায় সাড়ে ৩টার দিকে।

মোঃ আলীর স্ত্রী আকলিমা বেগম বলেন, ‘আমরা বেলা ৩টার দিকে গোলাগুলির শব্দ শুনি। কি হয়েছে জানতে সামনের রাস্তায় গিয়ে দেখি গুলিবিদ্ধ টোকাই কাজল রাস্তায় পড়ে আছে। আর চারদিকে মানুষ দৌড়াদৌড়ি করছে। এর মধ্যেই পুলিশ বাড়ি তল্লাশি করছে। এক পর্যায়ে পুলিশ আমাদের বাসায় এসে তল্লাশি (সার্চ) করতে যায়। আমার স্বামী মোঃ আলী নিজে ভাড়াটের ঘরসহ আমাদের প্রতিটি রুম পুলিশকে ঘুরিয়ে দেখায়। তারা কোনো সন্ত্রাসীকে না পেয়ে চলে যায়। কিন্তু এর ১৫ মিনিট পর পুলিশ আবার এসে বাড়ি

নাককাটা গলাকাটার একই পরিণতি!

গলাকাটা মজিবর, যার জন্য পুলিশ কনস্টেবল অহিদুজ্জামান জীবন নিহত হলেন আর পুলিশ দলিল লেখক মোঃ আলীকে ঘর থেকে টেনে বের করে খুন করলো, সেই গলাকাটা মজিবরকেও মরতে হলো। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ১৮ জুলাই রাত সাড়ে বারোটার দিকে মতিঝিল ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল থেকে সামান্য দূরে পুলিশের সঙ্গে গুলিবিনিময়ের এক পর্যায়ে গলাকাটা মজিবর নিহত হয়েছে। অনেকের ধারণা, গলাকাটা মজিবরকে পুলিশই মেরে ফেলেছে। পালানো কিংবা গ্রেপ্তারের সুযোগও দিতে চায়নি।

মধ্যবয়সী গলাকাটা মজিবর মোহাম্মদপুর থানার তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী। মধ্য বয়সে তার সন্ত্রাসী হয়ে ওঠার ব্যাপারটা কম বিচিত্র নয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের মতে, মোহাম্মদপুর কাঁচাবাজারের চাঁজাবাজি, সিনেমার টিকেট ব্ল্যাক, মাদক ব্যবসার সঙ্গে মজিবর জড়িত ছিল অনেক দিন থেকেই। এই ‘ছিঁচকে’ মজিবর ‘প্রতিপত্তিশালী’ হয়ে উঠতে থাকে ‘বাবুল’ নামের এক ব্যবসায়ীকে হত্যার পর। বাবুলের গলা কেটে সে ফেলে রেখে এসেছিল আশুলিয়ায়। সন্ত্রাসের খাতায় এরপর থেকে গলাকাটা মজিবরের নামটা স্থায়ী হয়ে যায়। অবশ্য যার হাত ধরে নিজে মাদক বেচা, সিনেমার টিকেট ব্ল্যাক কিংবা ছিনতাইয়ের কাজে নেমেছিল মজিবর, তার নামটাও বেশ মজার। নাককাটা মোস্তফা। যে কিনা কনস্টেবল জীবন নিহত হবার দিন পুলিশের সঙ্গে গুলিবিনিময়ে মারা গিয়েছিল। নাককাটা ও গলাকাটার জীবনের পরিণতি শেষমেশ এক রকমই হলো।

তবে গলাকাটা মজিবরকে গত চার-পাঁচ বছর শংকর, বাঁশবাড়ী কিংবা মোহাম্মদপুরের মানুষ চিনতো অন্যভাবে। নতুন বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট কিংবা বাড়ি সংস্কার করতে হলেও এই গলকাটা মজিবরকে চাঁদা দিতে হতো। গত আমলে অর্থাৎ এলাকার এমপি যখন ছিলেন হাজী মকবুল, তখন এমপি তার পুত্র কিংবা যোশেফ, টিপু, হারিস, ইমনদের দাপটে এই গলাকাটা মজিবর ছিল নিতান্তই ছিঁচকে ধরনের। কেউ কেউ বলতো, পিচ্চি হেলালের সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক থাকলেও শেষে নিহত কমিশনার কে এস আহমেদ রাজুর সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতা হয়। বাসস্ট্যান্ড, কাঁচাবাজার, বাড়ি নির্মাণের চাঁদাবাজিতে মজিবর হয়ে দাঁড়ায় ‘ফ্রন্টিয়ার’। রাজু নিহত হবার পরও মজিবর একই কাজ করতে থাকে। তার নিজের বাড়িতে এক পুলিশ সার্জেন্ট বিনা ভাড়ায় থাকতো। পুলিশের মতে, সেই সার্জেন্টের সঙ্গে মজিবরের স্ত্রীর কঠিন প্রেমও ছিল। পুলিশ কনস্টেবল জীবন নিহত হবার পর থেকেই সেই সার্জেন্ট, মজিবরের স্ত্রী সবাই পলাতক। এমনকি মজিবরের মেয়েকে পুলিশের কাছ থেকে নিয়ে যেতে এগিয়ে আসেনি মজিবরের কোনো আত্মীয়। মোহাম্মদপুর, বাঁশবাড়ী, জাফরাবাদ ও শংকরের সাধারণ মানুষ সন্তোষ প্রকাশ করেছে মজিবরের অন্তর্ধানে।

১৮ জুলাই রাত বারোটার পর হাসপাতালে রোগী দেখে বের হবার পর একা একা মজিবরকে কিছু দূরে যেতে দেয়া হয়েছিল। পুলিশ প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিল সেখানে, তবু গ্রেপ্তার করা যায়নি মজিবরকে। মজিবরকে নিহত হতে হয়েছে। গোলাগুলি হয়েছিল। সে কিংবা তার সহযোগীরা গুলিও ছুঁড়েছিল। গুলি ছুঁড়েছিল পুলিশও। পুলিশ কি কোনো ঝুঁকি নিতে চায়নি? নাকি পুলিশের পরিকল্পিত গুলিতে তাদের ভাষায় গুলিবিনিময়ের এক পর্যায়ে মজিবর নিহত হয়েছে?

সার্চ করতে চায়। আমরা বলি, করেন। দ্বিতীয় দফা তল্লাশির সময় পুলিশ আমাদের বাসায় কোনার রুমের খাটের নিচে সন্ত্রাসী লিটনকে খুঁজে পায়। তাকে পুলিশ টেনে বের করে নিয়ে আসে। তবে সন্ত্রাসী লিটন পুলিশকে লক্ষ্য করে কোনো গুলি চালায়নি। এখানে যদি লিটনের সঙ্গে পুলিশের গুলিবিনিময় হতো, তাহলে অন্তত একটা গুলি তো দেয়ালে লাগবে এবং তার চিহ্ন থাকবে। কিন্তু ঐ ঘরের দেয়ালে কোনো গুলির চিহ্ন আছে কি না, তা আপনি নিজেই ঘুরে দেখুন (এ পর্যায়ে প্রতিবেদক নিজে কর্নারের রুমে গিয়ে দেয়াল বা অন্য কোথাও গুলির কোনো চিহ্নই দেখতে পায়নি)। প্রকৃতপক্ষে পুলিশের সঙ্গে লিটনের কোনো বন্দুকযুদ্ধ হয়নি। যা কিছু হয়েছে একতরফাভাবেই পুলিশ করেছে। এছাড়া লিটন নিজেকে উত্তেজিত পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করতে কোনো গুলি ছুঁড়বে না সেটাই স্বাভাবিক। অথচ পুলিশ নাকি তাকে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করেছে।

তাছাড়া সন্ত্রাসী লিটন কখন আমার বাসায় ঢুকেছে। তাও আমরা জানি না।

(উল্লেখ্য, সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, লিটনকে যে রুমে পাওয়া গেছে, তার পাশেই ভাঙা বেড়া দিয়ে কোনো মতে একটি ঘর দাঁড় করানো আছে। আর ভাঙা বেড়ার ফাঁক গলে যে কেউ সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকে পাশের রুমে আশ্রয় নিতে পারে। সম্ভবত সবার অলক্ষে লিটন এই রুমের খাটের তলায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল এবং দ্বিতীয় দফা পুলিশ তাকে দেখতে পায়)। পুলিশ লিটনকে টেনেহিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যায়। আর আমার ছেলে-মেয়েদের ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়। শুধু মেয়ে সোনিয়াই যায়নি। বাবাকে সে খুব বেশি ভালোবাসতো। তারপর পুলিশ আমার স্বামী মোঃ আলীর ওপর চড়াও হয়।

এরপর পুরো পরিস্থিতি বদলে যায়। 'টেলিফোনটা বাংলা ফিল্মের লাহান আছাড় দিয়ে ভাঙে। ভাঙে এই গরিবের কাচের প্লেট, বাটি'। বিলাপ করতে করতে চোখের পানি শূন্য

গলাকাটা মজিবর, নাককাটা মোস্তফাসহ সঙ্গের সন্ত্রাসীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি করতে করতে পালিয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ ৩ পুলিশের মধ্যে কনস্টেবল অহিদুজ্জামান জীবন ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন

হয়ে যাওয়া আকলিমা বেগম আরো বলেন, 'টেবিল-চেয়ার থেকে শুরু করে হাঁড়ি-পাতিল, ফটো অ্যালবাম, দেয়ালের ছবি সবকিছু ভাঙতে শুরু করে পুলিশ। আমার ৫৫ বছরের স্বামীকে পাটখড়ির মতো পাঁজাকোলা করে ঘরের ভেতর থেকে বের করে পুলিশ। আমি একজনের পা জড়িয়ে ধরে বলি, 'আপনি হাজির-নাজির। মা-বাপ। দয়া করে আমার স্বামীরে ছাড়েন। ঠিক এই সময়ে পুলিশ লিটনকে মাটিতে শুইয়ে দুই পায়ে গুলি করে। বুক কেঁপে ওঠে আমার। মনে হয় গুড়ুম গুড়ুম শব্দে আমিও মরছি। আর তখনই আমার চোখের সামনে পুলিশ রাইফেলের বাঁট দিয়ে আমার স্বামীর পায়ের হাড়-নলা ছুটায়ে ফেলে।' এরপর আর বলতে পারেননি আকলিমা।

মোঃ আলীর কন্যা সোনিয়া এরপর বলা শুরু করেন, 'হাড় ভেঙে দেয়ার পর বাবা কেমন যেন নির্জীব হয়ে যান। কোরবানির গরু শোয়ানোর মতো টেনেহিঁচড়ে পুলিশ বাবাকে মাটিতে শোয়ায়। মুখ থেকে গরগর করে শব্দ বের হতে থাকা। অসহায় বৃদ্ধ বাবাকে এরপর আজরাইল পুলিশ ছয় ছয়টি গুলি করে। আমি গিয়ে এক পুলিশের পায়ে জড়ায়ে ধরি। বাপ ডাকি। বুটের লাথি দিয়ে আমাকে ফেলে দেয় পুলিশ। এ সময় মা এসে আবারও পা ধরে পুলিশের। পুলিশ চিৎকার করে বলে 'ঐ মাগি ডিস্টার্ব করলে ঘরে আগুন দিমু। তোর আর তোর ছেলে-মেয়েদের জেলের ভাত খাওয়ামু।' মা এরপর চীৎকার করে আমাদের সরে যেতে বলেন। আমি, আমার বোন আর ভাইয়েরা এরপর কয়েক মিনিট পালিয়ে থাকি।' স্থানীয় সূত্র মতে, গুলিবিদ্ধ মোঃ আলীকে পুলিশের গাড়িতে ঢাকা মেডিকেলে নেয়া হয়। মর্গে তার লাশ নেয়া হয় সন্ধ্যার একটু আগে, ৬.২০ মিনিটে। এরপর থেকে মোঃ আলী শুধু নিহত একজন মানুষ নন। পুলিশ কনস্টেবল জীবন হত্যা মামলার ২ নম্বর আসামিও!

আকলিমা বেগম আরো বলেছেন, 'গরিবের আল্লাহ নাই। তাই সরকার ও পুলিশও নাই। পুলিশ তারে হত্যা মামলার আসামি করছে। যদি পারে তাহলে পুলিশ যেন তারে কব্বর থেইক্কা তুইলা আইনা বিচার করে। আমরা সেই বিচার পামু কিনা জানি না। যে পুলিশ আমার ঘর তছনছ করছে, স্বামীরে মারছে, সেই পুলিশের মামলায় আমরা যে সাক্ষী দিতে পারুম, তাও মনে করি না। লিটন, যারে পুলিশ মানুষ ব্যকটি সন্ত্রাসী কইলো, পুলিশ তারে মারলো না। আমার স্বামীকে মাইনষের সামনে খুন করলো। গরিবের যখন আল্লাহ থাকে না, তখন আর কার কাছে কার বিরুদ্ধে বিচার চামু। পোলাপানডিরে লইয়া যদি আর কোনদিন শান্তিতে থাকবার পারতাম।'

বিশেষ দ্রষ্টব্য : রিপোর্টে আকলিমা বেগম ও সোনিয়ার কথা বলার ভঙ্গি এক রকম রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে তাদের একটি মত ভেবে দেখার মতো। সোনিয়া ও তার মা আকলিমার মতে সন্ত্রাসী ধরতে গিয়ে জীবন দেয়া সৎ পুলিশ কনস্টেবল জীবনের জীবন দেয়াটা হাল্কা করে ফেলেছে পুলিশ নিজেই। মোঃ আলীকে খুন করে পুলিশ পুলিশই থাকলো, জীবন হতে পারলো না।

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

সুন্দর মনের স্কুল-কলেজের মেয়েরা লিখ। - রোমিও, বক্স নং-৩২০, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা

***

মেয়ের অভিভাবকরা লক্ষ্য করুন : সুইডেনে নাগরিকপ্রাপ্ত ছেলে (৪৩)-এর জন্য যৌতুকবিহীন রুচিবান ধার্মিক মেয়ে চাই। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। মেয়ে নিজে অথবা অভিভাবকগণ সত্বর লিখুন। ছেলে বর্তমানে ঢাকায়। বিজ্ঞাপনদাতা, জিপিও বক্স নং-২৭৬৪, ঢাকা

***

পাত্র চাই, ঢাকায় চাকরিরত এমএসসি (হোম ইকনোমিক্স) বি.এড। ৫ ফুট ২ ইঞ্চি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ পাত্রীর জন্য সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত ত্রিশোর্ধ্ব দেশী অথবা প্রবাসী পাত্র চাই। পাত্রীর ঢাকায় নিজস্ব একটি ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা আছে। নিজের বৃত্তান্ত ও ছবি, টেলিফোন ও ঠিকানাসহ যোগাযোগ করুন। Hossain B. (পাত্রীর ভাই), বক্স : ২০২৯, 19102 Sollen Tuna, Swdeen, Tel+Fax : +46-(0)8-6231439, Mobile : + 46-(0) 703618603, 0175-014319 (Dhaka)

***

অনাবিল বন্ধুত্বের প্রত্যাশায় রাসেল। বাসা নং-৪, রোড নং-৩, শেখেরটেক, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ourrasel@yahoo.com

***

সামিয়া, মগবাজার ১২ থেকে ৪টায় ক্যাফে আল-কস্তুরি রেস্টুরেন্ট, ১ নং সোবহানবাগ, প্রিন্স প্লাজার উত্তরে, ম্যানেজার রাশেদের কাছ থেকে অবশ্যই আমার ফোন নম্বর পাবেন। ই-মেইল করতে পারেন। - insignia_insignia@yahoo.com. -ইনসিগনিয়া